Department of Political Science

Dumkal College

For Semester V Honours Students

CC-T-11: Western Political Thought (Ancient & Medieval)

Synopses:

1. গ্রীক রাষ্ট্রচিন্তার বৈশিস্ট।
2. শিক্ষা প্রসঙ্গে প্লেটো।
3. মধ্যযুগের ইউরপীয় রাষ্ট্রচিন্তার বৈশিস্ট।
4. ধর্মসংস্কার আন্দলনের রাজনৈতিক বৈশিস্ট।

গ্রীক রাষ্ট্রচিন্তার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী?

পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তা ও 'রাজনৈতিক দর্শন' (Political Philosophy) -র সূচনা হয়েছিল প্রাচীন 'Greece'-এ। সমসাময়িক অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতা – মিশরীয়, সুমেরীয়, চৈনিক, ভারতীয় – রাজনৈতিক কোনো মতবাদ পূর্ণাঙ্গ রূপ গ্রহণ করেনি, প্রাতিষ্ঠানিক ও তত্ত্বগতভাবে অস্ফুট ও অস্পষ্ট ছিল, প্রাচীন Greece-এ প্রথম রাষ্ট্রচিন্তা সামগ্রিকভাবে ও সুসংবদ্ধভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল; এবং তার রূপ ছিল সেকুলার। গ্রীক রাজনৈতিক চিন্তার বৈশিষ্ট্যগুলি ছিল এই ধারণারই অভিব্যক্তি। এই বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নলিখিত:

1. গ্রীক রাষ্ট্রচিন্তা বিকশিত হয়েছিল 'Hellenic Period'-এর মধ্যে। এই কালপর্বকে খ্রীষ্টপূর্বাব্দের 600 খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে 'রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক' Aristotle-এর মৃত্যু পর্যন্ত, অর্থাৎ 322 খ্রিষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত সময়কাল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এর পর শুরু হয় Hellenistic Period-এর, যা 'রোমান রাষ্ট্রচিন্তা'-র পর্ব ছিল। যেহেতু, 'Hellenic Period' 'ধ্রুপদী যুগ' (Classical Age)-এর অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাই স্বাভাবিকভাবেই, গ্রীক রাষ্ট্রচিন্তা ছিল মূলত 'ধ্রুপদী রাজনৈতিক তত্ত্বের' অঙ্গ।

2. গ্রীক রাষ্ট্রচিন্তা ছিল স্বতন্ত্র ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। 'সফিস্ট দার্শনিক', 'সক্রেটিস-পূর্ব দার্শনিক' ও তার পরবর্তী Socrates, Plato ও Aristotle-এর রাজনৈতিক চিন্তা বৈপরীত্যমূলক হলেও, তাদের মধ্যে মৌলিক বিষয়ে – সমাজ, রাজনীতি ও নৈতিকতা – সম্পর্কে বিতর্কিত ছিল, অনেকটা 'Being vs Becoming'-এর দৃষ্টিকোণ থেকে প্রবাহিত হত বলা যায়।

3. গ্রীক রাষ্ট্রচিন্তার উৎস ছিল সমকালীন 'নগর-রাষ্ট্র' (Polis)। রাষ্ট্র, নগর ও সমাজ – এই তিনটি ধারণা অভিন্ন ছিল প্রাচীন গ্রীসে। তাঁর 'The Great Issues of Politics' -গ্রন্থে Leslie Lipson এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে: "The one word polis sufficed for city, state and society combined."। এই Polis-ই ছিল ব্যক্তির সামাজিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক জীবনের, মনন ও বুদ্ধিচর্চার কেন্দ্র। একমাত্র নগর-রাষ্ট্র-এর মধ্যে বাস করে ও তাতে অংশগ্রহণ করেই মানুষের সত্তার বিকাশ ঘটতে পারে এবং, ব্যক্তি Aristotle-কথিত প্রকৃত 'political animal' হয়ে উঠতে পারে – এই বিশ্বাস ছিল গ্রীক রাষ্ট্রচিন্তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

4. গ্রীক রাষ্ট্রচিন্তা ছিল 'নৈতিক' (Ethical)। এই নৈতিকতার ভিত্তি হল 'সদ্গুণ' (Virtue)। 'সদ্গুণসম্পন্ন ব্যক্তি কী ভাবে সৎ জীবন, নৈতিকতার চর্চা করতে পারে?' – এই প্রশ্নই ছিল নৈতিকতার দার্শনিক ভিত্তি। Socrates-Plato-Aristotle-সহ রাজনৈতিক তত্ত্বে এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করেছেন, বিভিন্নভাবে। অর্থাৎ, গ্রীক চিন্তার

'নৈতিকতা' (Ethics) ও 'রাজনীতি' (Politics) আলাদা ছিল।

প্রশ্ন, 5. গ্রীক রাষ্ট্রচিন্তা অনুযায়ী সোফিস্টদের মতবাদের প্রতিপাদ্য কী ছিল? গ্রীক সমাজে তিন শ্রেণির মানুষ ছিলেন:

(i) স্বর্ণযুগে গ্রীক নাগরিক, যারা নগরীর আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও অধিকার ভোগ করতেন,

(ii) বাণিজ্য-সূত্রে আগত বিদেশী (Metics), যাদের কোন রাজনৈতিক অধিকার ছিল,

ও (iii) অত্যাচারিত ক্রীতদাস, যাদের কোন অধিকার, স্বাধীনতা ছিল না। - অর্থাৎ, এই প্রেক্ষাপটে, সোফিস্টরা সমাজ-রাজনীতি নীতি সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন, যেমন, এর প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় Plato-এর 'The Republic'-এ বর্ণিত 'থ্রাসি-মেকাস'-এর বক্তব্যে।

DUMKAL COLLEGE * MURSHIDABAD * ESTD 1999

Synopsis (short).

PLATO on EDUCATION

01

Plato (427-347 BC)-এর সাম্যবাদী চিন্তার অন্যতম প্রধান অনুষঙ্গ ও অন্যতম উপাদান হল - শিক্ষা (Education)। দার্শনিক রাজা তথা অভিভাবক শ্রেণির শিক্ষা তাই Plato-এর মতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও নারী-সন্তানের অপেক্ষাও অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। তাই, অভিভাবক শ্রেণির শিক্ষা ছিল তাঁর মতে - "The one sufficient thing"। শিক্ষাই অভিভাবক শ্রেণিকে সমাজজীবনে ন্যায়ের (Justice) যথার্থ উপলব্ধি করতে সাহায্য করে। তাই, স্বভাবতই Plato তাঁর আদর্শ ন্যায়-রাষ্ট্রে (Ideal Just-State) একটি আদর্শ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান-স্থাপন কল্পনা করেছিলেন। Plato-এর শিক্ষা-র উপর এই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ প্রভাবিত হয়েছিল তাঁর শিক্ষক Socrates-এর বিখ্যাত উক্তি - "Virtue is knowledge" থেকে, যেখানে, 'জ্ঞান হল সদ্গুণ'। আবার, স্পার্টার বাস্তব রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত শিক্ষাব্যবস্থাও তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল।

Plato-র চিন্তা-অনুসারে 'মানব-আত্মা' (The human soul) সমগ্র জীবনব্যাপী শিক্ষা গ্রহণে সক্ষম, এবং তাই তিনি তাঁর শিক্ষানীতিতে শৈশব থেকে প্রৌঢ় বয়স পর্যন্ত দীর্ঘ এক শিক্ষা-পদ্ধতিকে গ্রহণ করেছেন। এবং, তাঁর এই শিক্ষানীতিতে ব্যবহারিক এবং তাত্ত্বিক-উভয় প্রকার উপাদানেরই ভারসাম্যযুক্ত সমন্বয় ও প্রয়োগ ঘটেছে।

(1) প্রাথমিক শিক্ষা সকলের জন্যই উন্মুক্ত - পুত্র বা কন্যাশিশু। এই শিক্ষাক্রম 18 বছর বয়স পর্যন্ত চলবে।

(2) এতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা পরবর্তী 2 বছর বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করবে।

প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীর মানসিক সংস্কৃতি ও স্বাস্থ্যের জন্য জিমন্যাস্টিক্স ও মিউজিক-এর সমন্বয় সাধিত হবে। অস্ত্রচালনা ও বাস্তব যুদ্ধবিদ্যা-শিক্ষা এই শিক্ষার্থীদের পক্ষে বাধ্যতামূলক ছিল যাতে তারা দৃঢ় ও সাহসী হয়ে ওঠে। Plato- প্রাথমিক শিক্ষাক্রমে মহাকবি Homer-এর কাহিনী ও দুঃখময় সঙ্গীতকে বাদ দিয়েছিলেন।

বছর বয়স
(৩) প্রাথমিক শিক্ষা (18) + আবশ্যিক সামরিক শিক্ষার (2) (=20) পর, মেধাবী শিক্ষার্থীরা গণিতের শিক্ষা লাভ করবে যার অন্তর্ভুক্ত থাকবে - পাটিগণিত, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিজ্ঞান ইত্যাদি। এই শিক্ষাসূচী হবে 10 বছর দীর্ঘ।

যাঁরা, এই স্তরে উত্তীর্ণ হওয়ার যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হবে, তাঁরা সৈন্য শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হবেন, বা-কীর অবশিষ্ট দার্শনিক রাজার শিক্ষার্থীরা।

(4) 30 বছর বয়সে যারা মেধাবী তারা পরবর্তী 5 বছরের জন্য দ্বান্দ্বিকতার (Dialectics) শিক্ষা লাভ করবে।

(5) এখানে, সফল শিক্ষার্থীরা 35-50 বছর পর্যন্ত বাস্তব সামরিক ও রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা লাভ করবে ও সবশেষে, ধৈর্য ও প্রজ্ঞা প্রাপ্ত হয়ে তাঁরা - 50 বছরে এই দীর্ঘ শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে এরূপ দার্শনিক রাজা আত্মপ্রকাশ করবে বা হবে, এখানে রাজা ও দার্শনিক ও যাঁর আত্মা (Soul) হবে 'প্রজ্ঞা' (Wisdom)। ইনিই হবেন ন্যায়রাষ্ট্রের প্রাণ ও মস্তিষ্ক।

Plato-এর এই শিক্ষা-পরিকল্পনা রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত, বাধ্যতামূলক, সর্বজনীন এবং এটি হল সাম্যবাদ তথা ন্যায়রাষ্ট্রের ভিত্তিস্বরূপ, এই শিক্ষার লক্ষ্য প্রকৃত জ্ঞান (Real Knowledge) অর্জন। তাই, শিক্ষা-সংক্রান্ত Plato-র এই পাঠক্রম কেবল মাত্র সমাজ শাসকশ্রেণির জন্য নির্দিষ্ট হলেও, এর আবেদন কালাতীত। তাই ফরাসি Rousseau তাঁর Emile ( ) নামক গ্রন্থে Plato-র The Republic-কে শিক্ষা-সংক্রান্ত অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা রূপে অভিহিত করেছেন।

Synopsis (Short)

মধ্যযুগের ইউরোপীয় রাষ্ট্রচিন্তার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি লেখ।

DUMKAL COLLEGE * DUMKAL * MURSHIDABAD * ESTD. 1976

410 খ্রিষ্টাব্দ থেকে 1453 খ্রিষ্টাব্দ, পশ্চিমে 'রোমান সাম্রাজ্যের' পতন থেকে 'পূর্ব বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য'-এর অবসান- এই সময়কাল, প্রায় এক হাজার বছর, সাধারণত, ইউরোপে 'মধ্যযুগ' (Middle Age) নামে চিহ্নিত, এই শতাব্দীগুলিতে পর্ব বর্বর ও পৌত্তলিক ও উপজাতির আক্রমণ, খ্রিষ্টধর্মের প্রসার, আন্তঃসম্পর্কিত রাষ্ট্র ও গির্জার ক্ষমতার দ্বন্দ্ব দ্বারা বিধ্বস্ত জনগণ জর্জরিত, এর সাথে যুক্ত হয়েছিল - 'আত্মসমর্পণের ব্যাপক প্রক্রিয়া', রাষ্ট্রচিন্তা ও জ্ঞানের অবনতি; এই মধ্যযুগ হল অনুর্বর, 'অন্ধকারের যুগ' (Dark Age)। এই পর্বে রাষ্ট্রচিন্তার ধারাবাহিকতা, রাজনৈতিক অনুসন্ধান ও তত্ত্ব রচনা ব্যাহত হয়েছিল পূর্ববর্তী বা পরবর্তী, প্রাচীন বা আধুনিক - যে কোন যুগের তুলনায়। তা সত্ত্বেও, মধ্যযুগের অন্ধকারের আড়ালে রাজনৈতিক চিন্তার কিছু বৈশিষ্ট্য 'রূপালি রেখা'-র (Silver Lining) সন্ধান করা যায়; এগুলির দ্বারা মধ্যযুগের রাজনৈতিক চিন্তার পরিচয় মেলে-

প্রথমতঃ, মধ্যযুগের ইউরোপীয় রাষ্ট্রচিন্তা হল ধর্মব্যাপ্ত, অস্পষ্ট ও বিশৃঙ্খল, মধ্যযুগে কোন স্বতন্ত্র রাজনৈতিক ব্যবস্থা বা পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক কাঠামো গড়ে ওঠেনি, এর কারণ হল গ্রিক ও সর্বজনীন রোমান রাজনৈতিক কাঠামো ও 'আইন ব্যবস্থা'। তাছাড়া, মধ্যযুগে রাজনৈতিক ভাবনা ধর্মনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ায়, তা অনিশ্চিত চরিত্র লাভ করেছিল, তাই রাষ্ট্রচিন্তা হল অস্পষ্ট ও বাস্তব-প্রয়োগ-শূন্য।

দ্বিতীয়তঃ ইউরোপের মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রচিন্তার মূল উপাদান হল- 'খ্রিষ্টধর্ম', পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর প্রাথমিক রাজনৈতিক চেতনার অবলোপ ঘটে। বর্বর ও পরবর্তীকালে 'টিউটন উপজাতিগুলি বিচ্ছিন্ন থাকায়, কোন 'রাজনৈতিক পরিবেশ' (Political Ecology) গড়ে ওঠেনি, যখন হতাশ মানুষ ধর্মকেই আশ্রয় করে এবং স্বাভাবিকভাবে 'ক্যাথলিক গির্জা কর্তৃত্বের কেন্দ্র হয়ে ওঠে; যাতে মানুষের যুক্তিবুদ্ধি, চৈতন্য, অনুসন্ধিৎসা ও জ্ঞানচর্চা - সবকিছুই ধর্মের অনুবর্তী হয়ে পড়ে। "প্রতিটি খ্রীষ্টের অনুগামী কেবল স্বর্গেই বাস করতে পারে" - এই হল ধর্মীয় অনুসন্ধানের বিষয়, যখন, মধ্যযুগে 'Bible'-ই হল রাজনৈতিক জ্ঞানের উৎস ও খ্রীষ্টধর্ম হল রাজনৈতিক ভিত্তি।

তৃতীয়তঃ মধ্যযুগের ইউরোপীয় রাষ্ট্রচিন্তার এক অনন্য বৈশিষ্ট্য হল- 'দু'ই তরবারির তত্ত্ব'; 'গির্জা' ও 'রাষ্ট্র', 'পোপ' ও 'রাজা' - এই দু'ই শক্তি সমান্তরালভাবে মধ্যযুগে উপস্থিত ছিল। মধ্যযুগের অগ্রগতির সাথে সাথে উভয়ের বিরোধ তীব্রতর হতে থাকে; এবং এই বিরোধের প্রতিফলন ঘটতে দেখা যায় St Augustine থেকে St Thomas Aquinas ও আরও পরে Marsilio of Padua-এর রচনায়। দু'ই তরবারির তত্ত্ব'র মূল প্রতিপাদ্য হল 'যা সিজারের তা সিজারকে দাও, যা ঈশ্বরের (ভগবানের) তা ঈশ্বরকে দাও'। তাই,

মধ্যযুগে 'গির্জা' ও রাষ্ট্রের সহাবস্থান মধ্যযুগে যে বিশেষ সমাজ-সংগঠনের সৃষ্টি করেছিল তাকে বলা হয়: "Republica Christiana"।

চতুর্থতঃ, মধ্যযুগের রাজনৈতিক চিন্তার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল- 'সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা'। গির্জা-রাষ্ট্রের বিরোধের সমান্তরালে এই সমাজব্যবস্থার বিকাশ ঘটে, মূলত, নবম শতক থেকে। এই ব্যবস্থার দু'টি শ্রেণী ছিল- 'সামন্তপ্রভু' (Feudal Lord) ও 'ভূমিদাস' (Serf)। যেহেতু এই আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা ছিল ভূমিকেন্দ্রিক, স্থানীয় ও প্রায় বিনিময়-শূন্য, তাই, সামন্তপ্রভুরাই ক্রমে রাজার তুল্য ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠে। বস্তুত, সামন্ততান্ত্রিক স্বাতন্ত্র্য ও দুর্বল কেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থার মধ্যেই পরবর্তীকালের 'জাতি-রাষ্ট্র' (Nation-State)-এর পূর্বাভাস নিহিত ছিল।

৫, পঞ্চমতঃ মধ্যযুগে 'রাজা' (King) ও 'রাজতন্ত্র' (Monarchy)-কে 'রাষ্ট্র' (State)-এর অভিন্ন অঙ্গ ভাবা হত। মধ্যযুগে রাষ্ট্রের পরিচয় ছিল রাজার পরিচয়। রাষ্ট্র যে একটি নৈর্ব্যক্তিক কাঠামো - এই ধারণা মধ্যযুগে ছিল না। ঈশ্বরের নির্দেশে রাজা রাষ্ট্রশক্তি প্রয়োগ করে ধর্ম, সমাজ ও সুনীতিকে রক্ষা করবেন - এই ধারণা ছিল।

Metamorphosis (short).

ধর্মসংস্কার আন্দোলনের রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী?

DUMKAL COLLEGE * MURSHIDABAD * DUMKAL

6 মধ্যযুগে ইউরোপ ছিল খ্রিস্টধর্মের দ্বারা আচ্ছন্ন, মধ্যযুগের শেষ পর্ব থেকেই ক্রমে খ্রিস্টধর্ম, পোপতন্ত্র, "বিশ্বজনীন ধারণা" ও সামন্ততান্ত্রিকতার পরিবর্তে জাতীয়তাবাদ, সার্বভৌম রাষ্ট্রের "স্বনির্ভরতার ধারণা" এবং পুঁজিবাদী আর্থ-সামাজিক বিন্যাসের সূচনা ও বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। ইউরোপের ইতিহাস, সমাজ ও রাজনৈতিক চিন্তার এই "Metamorphosis" দুটি পর্যায়ক্রমিক আন্দোলনকে প্রকাশ করেছিল: (1) নবজাগরণ (1440-1540 AD) এবং, (2) ধর্মসংস্কার আন্দোলন (1540-1650 AD)। বস্তুত, ধর্মসংস্কার আন্দোলন ছিল মধ্যযুগীয় ধর্মতন্ত্র সমাজ-ব্যবস্থার, তথা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পরিপূরক আন্দোলন; তা নিছক ধর্মীয় আন্দোলন ছিল না; এই আন্দোলন ছিল জাতীয়তাবাদ, বুর্জোয়া সমাজ ও উদারনীতিবাদের সূচনাবিন্দু। তাই ধর্মসংস্কার আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য ধর্মীয় নয়, অনেক বেশী রাজনৈতিক। -

প্রথমতঃ ধর্মসংস্কার আন্দোলন ছিল ধর্মীয় অনাচার, দুর্নীতি, শোষণের বিরুদ্ধে ধর্মীয় আন্দোলন; ক্যাথলিক ধর্মের বিরুদ্ধে প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মের প্রতিবাদী আন্দোলন; এর মধ্যে ছিল খ্রিস্টীয় ধর্মে "বিশ্বাস" (Faith) ও "শাস্ত্র"-এর (Scriptures) পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন; এটি ছিল নবজাগরণের ও মানবতাবাদী ধারণার ধারাবাহিক পরিণতি; এটি রাজনৈতিক কারণে, ক্যাথলিক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে এটি একটি "প্রতিরোধ" (Resistance)।

দ্বিতীয়তঃ, মধ্যযুগে ধর্ম ছিল যাজকনির্ভর, আচারসর্বস্ব ও আনুষ্ঠানিক। ধর্ম ছিল গতানুগতিক। ধর্মসংস্কার আন্দোলন ধর্মকে "ব্যক্তিগত" (Personal) করে তোলে। "বাইবেল" অনুসারে আন্তরিক বিশ্বাসের মাধ্যমে মানুষ নিজেই ধর্ম পালন করতে পারে; Martin Luther, Philip Melanchthon, John Calvin - প্রমুখ প্রতিবাদী চিন্তাবিদেরা ধর্মের "ব্যক্তি" সত্তাকে গণতান্ত্রিক ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার অনুগামী করে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিল, তাই, সংস্কার আন্দোলন বিবেকের ও ধর্মীয় মত প্রকাশের রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে সুনিশ্চিত করে।

তৃতীয়তঃ, মধ্যযুগে মানুষের আনুগত্য চার্চ ও রাষ্ট্রের মধ্যে বিভাজিত ছিল; পোপ ছিল 3
ঈশ্বরের প্রতিনিধি; ধর্মসংস্কার আন্দোলন "জাতি-রাষ্ট্র"কে (Nation-State) চার্চের উপর স্থান প্রদান করে। "একটি রাষ্ট্র একটি জাতি" - এই আধুনিক, সেকুলার নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়; আসলে, "দুই তরবারির তত্ত্বের" অবসান ঘটায় ফিরে দেখলে, 1648 খ্রীঃ "ওয়েস্টফালিয়ার শান্তি চুক্তি" জাতীয়তাবাদী ধারণার সূত্রপাত ঘটিয়েছিল এই পর্বে।

DUMKAL COLLEGE * MURSHIDABAD *

চতুর্থতঃ "নবজাগরণ" মানবতাবাদকে গ্রহণ করেছিল; কিন্তু, সংস্কার আন্দোলন অধিকার, বিবেক ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার স্বীকৃতির মাধ্যমে উদারনীতিবাদের উপাদান হিসাবে "ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ"-কে (Individualism) স্থাপন করে। মানুষ কোন 'means' (ঈশ্বরের কাছে পৌঁছবার) নয়, সে নিজেই হল "লক্ষ্য" (end-in-himself) এবং, এই কারণেই মানুষ ধর্ম/ঈশ্বর/রাষ্ট্র/চার্চ/সমাজ/রাজনীতি সকলের "free choice" গ্রহণ করেছে। রিফরমেশন তাই উদারনৈতিক ভাবধারার অগ্রপথিক (1848 খ্রিঃ) "সমাজতান্ত্রিক চিন্তা" ও "মার্কসবাদ"-এর উদ্ভবের পূর্বে এক অপ্রতিরোধ্য উদারনীতি-বাদী রাজনীতিকে সকলের সামনে বর্ণময় আবরণে মেলে ধরেছিল।

এবং, পঞ্চমত, রিফরমেশন "রাজনৈতিক সহিষ্ণুতা"-র (Political Toleration) নীতিকে আবিষ্কার করে। রাষ্ট্র (রাজতন্ত্র) নিরপেক্ষ থাকবে এরূপ বক্তব্য; আনুগত্য নিঃশর্ত। আবার, ক্যাথলিক-প্রোটেস্ট্যান্ট নাগরিক সহনশীলতার মাধ্যমে ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় বিভেদ ও রাজনৈতিক চেতনাকে সমৃদ্ধ করতে পারে। সংস্কার-আন্দোলনের এই বৈশিষ্ট্য John Locke-এর চিন্তায় পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করেছিল।